গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
(উন্নয়ন শাখা)
www.rajshahidiv.gov.bd

রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির আগস্ট/২০২০ মাসের কার্যবিবরণী

সভাপতি : **মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার,** বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

সভার তারিখ ও সময় : ১৭ আগস্ট, ২০২০ খ্রি. সময়: বেলা ১১.১৫ টা

সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহীর সম্মেলন কক্ষ (জুম সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে)

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সকলকে স্বাগত জানিয়ে জুম সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা শুরু করা হয়। সভাপতি চলমান করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি মোকাবেলায় চিকিৎসা, ত্রাণ বিতরণ, বন্যা ও অন্যান্য কার্যক্রম বিষয়ে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য দপ্তর প্রধানদের অনুরোধ জানান। সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনান এবং কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তে কোন সংশোধনী আছে কিনা জানতে চান। এ বিষয়ে উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানান যে, গত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এর ১নং সিদ্ধান্ত "মৎস্য নীতিমালা-২০১৯ অনুসরণ করেই পুকুর খনন করতে হবে" সংশোধনী আছে। অত:পর বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ : সভাপতি গত ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানান যে, গত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এর ১নং সিদ্ধান্তে সংশোধনী আছে। সিদ্ধান্ত "মৎস্য নীতিমালা-২০১৯ অনুসরণ করেই পুকুর খনন করতে হবে"। মৎস্য নীতিমালা-২০১৯ অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। মৎস্য নীতিমালা-২০১৯ অনুমোদিত হলে তা অনুসরণ করা হবে। আলোচনান্তে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদিত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আলোচনামতে গত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এর ১নং সিদ্ধান্ত "মৎস্য নীতিমালা-২০১৯ অনুসরণ করেই পুকুর খনন করতে হবে" এর স্থলে "মৎস্য নীতিমালা-২০১৯ অনুমোদিত হলে তা অনুসরণ করা হবে" সংশোধনপূর্বক প্রতিস্থাপিত হলো। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন সংশোধন না থাকায় গত ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২	**বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ত্রাণ বিতরণ:** অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থা ও ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে সভায় আলোচনায় জানা যায় বর্তমানে এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীতে পানি বিপদ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, রাজশাহী জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে জিআর চাল ২৭.৮০০ মে.টন, জিআর ক্যাশ ১,৬৫,৫০০/- টাকা এবং শুকনা খাবার ১০৮৪ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, নাটোর জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে জিআর চাল ১৯৭.০০০ মে.টন, জিআর ক্যাশ ৫,৬৫,০০০/- টাকা এবং শুকনা খাবার ১২০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে জিআর চাল ২.০০০ মে.টন, সাপে কাটা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, পাবনা জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে জিআর চাল ৯৫.০০০ মে.টন এবং শুকনা খাবার ৯৫০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে জিআর চাল ৪৪০.৫০০ মে.টন, জিআর ক্যাশ ৭,৮৯,০০০/- টাকা এবং শুকনা খাবার ৫৮৯০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, বগুড়া জানান যে, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে জিআর চাল ৬১০.০০০ মে.টন, জিআর ক্যাশ ১৩,০০,০০০/- টাকা এবং শুকনা খাবার ৬০০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট জানান যে, তাঁর জেলায় কোন বন্যা হয়নি। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
৩	**চলমান করোনা পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত:** চলমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় সভাপতি বলেন, বগুড়া জেলায় করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হার রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। নাটোর জেলায় সবচেয়ে কম। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, বগুড়া বলেন যে, তাঁর জেলার জনগণ মাস্ক ব্যবহার করতে অনাগ্রহী। তাদেরকে মাস্ক ব্যবহারে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রয়েছে। নাটোর জেলায় মৃত্যুহার তুলনামূলক কম হওয়ায় সভাপতি নাটোর জেলার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঢাকায় নমুনা প্রেরণ ও প্রেরিত নমুনার ফলাফল সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনায় পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ বলেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান, WHO এর রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি এবং সিভিল সার্জনগণের সহিত সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে, যার কারণে সঠিক সময়ে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। সিরাজগঞ্জ ও পাবনার নমুনা পরীক্ষার জটিলতা দূর করার বিষয়ে আলোচনায় পরিচালক (স্বাস্থ্য) বলেন সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় নমুনা পরীক্ষার জটিলতা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জনদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং WHO এর রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার জটিলতা দূর করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি মানা অত্যাবশ্যক।	১। করোনা ভাইরাসে মৃত্যুহার কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। ঢাকায় নমুনা প্রেরণ ও প্রেরিত নমুনার ফলাফল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মাস্কের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ ২। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ৩। পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৪। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর:** কৃষি বিষয়ে আলোচনায় অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানান যে, আম্পান ও শিলা বৃষ্টিতে বোরো ধান ক্ষতি হয়েছে ৪১ হেক্টর। ক্ষতিবাদে আবাদকৃত জমি ৩,৫২,৯৯৪ হেক্টর। মোট উৎপাদন ১৫,১৭,৮৭৪ মে.টন। ধানের বাজার মূল্য ভাল পাওয়ায় কৃষকেরা খুশি। ভূট্টা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮,৯৪১ হেক্টর ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,৫৮,৭৮০ মে.টন। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আবাদ হয়েছে ৩০,৮৪০ হেক্টর। সমুদয় ভূট্টা কর্তন করা হয়েছে। গড় ফলন ১০.১০ মে.টন/হে. মোট উৎপাদন ৩,১১,৪১৭ মে.টন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক আউশ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ৩৩,২৬৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক/ কৃষাণীকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিজন কৃষককে ৫ কেজি ধান বীজ, ২০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৪.২০০ জন্য কৃষক/ কৃষাণীকে প্রতিজনকে ৫ কেজি হারে ২১,০০০ কেজি আউশ বীজ বিনা মূল্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আউশ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ১,৮০,৩৯১ হে. অর্জিত হয়েছে ১,২১,৪৩৭ হে., অর্জিত হয়েছে ৬৭%। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫৫১৭৮৩মে.টন। কিছু এলাকা নিষ্কাশন অসুবিধার কারণে খাল/নালা বা স্লুইচ গেট অকেজো থাকার জন্য ফসল নিমজ্জিত হয়ে ফসল হানির সম্ভাবনা থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের মেরামতযোগ্য স্লুইচগেট যদি থাকে মেরামত করা; খাল/নালা সংস্কার করে নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে বিএমডিএ, বিএডিসি যারা যেখানে প্রযোজ্য ব্যবস্থা নিতে পারে । রোপাআমন/২০২০-২১ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৯৪,৯০০ হেক্টর, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১১,০০,০৫০ মে.টন। রোপাআমন ফসলে বীজতলা চলমান। সভাপতি জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনামতে কোন জমি পতিত রাখা যাবে না। প্রতি ইঞ্চি জমিতে চাষাবাদ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। গরীব চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য উপরকরণ বিতরণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। ভাল মানের বীজতলা তৈরি করতে হবে। ২। গরীব চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য উপরকরণ বিতরণ করতে হবে। ৩। সেচ কাজে ব্যবহৃত খাল/নালা অকেজো থাকলে দ্রুত মেরামত করে সচল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকদের সাথে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনামতে কোন জমি পতিত রাখা যাবে না। প্রতি ইঞ্চি জমিতে চাষাবাদ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল ৪। চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী ৫। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সপুরা, রাজশাহী
৫	**মৎস্য অধিদপ্তর :** উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, প্রতি বছরের ন্যায় এবছর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ২১ জুলাই হতে ২৭ জুলাই ২০২০ সারাদেশেব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২০ উদ্‌যাপিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে জুলাই, ২০২০ মাসে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে (ক) মৎস্য সংরক্ষণ আইন : ১০৪টি (খ) মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন : ১৫টি এবং (গ) মৎস্য হ্যাচারি আইন : ০৩টি বাস্তবায়ন করে মোট ২,৬৫,৭০০/- টাকা জরিমানা ও ১ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে। বন্যায় এ বছর মৎস্যচাষীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু দু:খের বিষয় মৎস্যচাষীদের জন্য কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই। কৃষি ক্ষেত্রে যেমন দরিদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়। মৎস্য ক্ষেত্রেও বিনামূল্যে মাছের পোনা, রেনু ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন মর্মে সভায় জানানো হয়। মৎস্যচাষীদের জন্য কৃষির মতো প্রণোদনা পাওয়ার বিষয়ে সভায় সহযোগিতা কামনা করা হয়। প্রণোদনা পাওয়ার বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর উদ্যোগী হলে সহযোগিতা করা হবে মর্মে সভাপতি সভায় মত প্রকাশ করেন।	১। মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ২। কৃষি খাতের ন্যায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য খাতেও প্রণোদনা চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহীকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল),রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬	<u>অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত:</u> অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ আলোচনায় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল জানান যে, ধানের মণ ১০০০/- টাকার বেশি হওয়ায় কৃষক বেশ খুশি। তবে সিদ্ধ ও আতপ চাল উৎপাদন বেশি হলেও সরকারিভাবে সংরক্ষণ হয়েছে অনেক কম। ডিলারদের কাছে ধান নেই বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। খাদ্য সংগ্রহ ও ব্যক্তি পর্যায়ে গোডাউনে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে র‍্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মর্মে তিনি সভায় জানান। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণ পূর্বক খাদ্য সংগ্রহ করে চলতি সংগ্রহ/২০২০ মৌসুমে রাজশাহী বিভাগে ১৪২৪৯৫ মে.টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এখন পর্যন্ত ৩৩০৪৪ মে.টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। গম সংগ্রহ/২০২০ মৌসুমে রাজশাহী বিভাগে ১২১৫৩ মে.টন গম ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৩৫২ মে.টন গম ক্রয় করা হয়েছে। চলতি বোরো সংগ্রহ/২০২০ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণ করে রাজশাহী বিভাগে ২৩৯০৬৭ মে.টন বোরো চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এখন পর্যন্ত ১১৪৪২২ মে. টন বোরো চাল এবং ১৪২৪৯৫ মে.টন ধানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৩০৪৪ মে.টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে (এপ্রিল/মে/জুন /২০২০) ১ম পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়মের কারণে ১৯টি মামলা হয়েছে। জড়িত ৮ জন ডিলার এবং অন্যান্য ১৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মোট ৭৭৩০২৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৭০৪৮৭ জন উপকারভাগীর তালিকা সংশোধন করা হয়েছে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইকৃত বেসরকারি মজুত প্রতিবেদন পাক্ষিকভিত্তিতে নিয়মিতভাবে খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হচ্ছে।	১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণ পূর্বক খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। ২। নীতিমালা মোতাবেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীসহ অন্যান্য কৃষকদের নিকট হতে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করতে হবে। ৩। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে কোন অনিয়ম হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭	গণপূর্ত বিভাগ: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত জোন জানান যে, বর্তমানে গণপূর্ত জোনের আওতায় সরকারের প্রায় ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ছোট বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তন্মধ্যে দুটি প্রকল্পের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। প্রকল্প দুটি হচ্ছে: ১। বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার প্রকল্পের কাজ ২। ৫৬০ মডেল মসজিদ প্রকল্পের কাজ। এছাড়া হাসপাতালে আই.সি.ইউ. সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বরাদ্দ কম পাওয়ায় প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী বলেন, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫৬০ মডেল মসজিদ প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হয়নি। প্রকল্পের কাজ পরে করলে ব্যয় বেশি হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জানানো প্রয়োজন বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট বলেন যে, বৃষ্টি হলে জয়পুরহাট সার্কিট হাউসে পানি বারান্দায়ও পড়ে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত জোন জানান যে, পরিদর্শন করে সমস্যাটি সমাধান করা হবে। করোনা সংকট মোকাবেলায় হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ এর চাহিদা মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে সকল কার্যক্রম চলমান আছে। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ কাজ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ২। বরাদ্দের বিষয়ে কোন সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে সমাধান করতে হবে। ৩। শ্রমিকদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। জয়পুরহাট সার্কিট হাউসের বারান্দায় বৃষ্টি পানি পড়ার বিষয়টি সমাধান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী
৮	সড়ক ও জনপথ বিভাগ সংক্রান্ত: সড়ক ও জনপথ বিষয়ে আলোচনায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ জানান যে, বিটুমিনাস ছাড়া অন্য সব কাজ চলমান রয়েছে। ৩১ মার্চ এর পর জুলাই মাসে পাথর আমদানি শুরু হয়েছে। তবে করোনা ভাইরাসের কারণে ভারতে রেড জোন থাকায় পাথর আমদানি কমে গেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পাথর আমদানি বেশি হবে এবং রাস্তার কাজের গতি পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের কাজের বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জেলা প্রশাসক, পাবনা বলেন, রাস্তায় পানি জমে থাকায় জন দুর্ভোগ বাড়ছে। জন দুর্ভোগ লাঘবে পানি জমে থাকা রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ বলেন যে, পাবনার ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে রাস্তার এমন খারাপ অবস্থা হয়েছে। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	১। সড়কের কাজ স্বাভাবিক রাখতে পাথর আমদানিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। সহজে পাথর আসার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। নাটোর-বগুড়া মহাসড়ক, পাবনায় পানি জমে থাকা রাস্তাসহ অন্যান্য ভাঙ্গা/গর্ত রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামত করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন। ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯	<u>প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ:</u> বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা জানান যে, কোভিড-১৯ এর কারণে সংসদ টিভির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কর্মসূচী অব্যাহত আছে এবং উক্ত কর্মসূচী নিয়মিত দেখার জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানান হয়েছে। এমনকি বিষয় ভিত্তিক খাতা তৈরি করে প্রশ্ন তৈরী ও উত্তর লিপিবদ্ধ করারও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুশিয়ে নিতে রিকোভারী প্ল্যান তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা অন্য যেকোন উপায় নিয়মিত পাঠের অগ্রগতির বিষয় যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।	১। সংসদ টিভির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে উহা পুষিয়ে নিতে রিকোভারী প্ল্যান জোরদার করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ ২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ৩। উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা

অত:পর জুম সফ্টওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে সভার আলোচনায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
বিভাগীয় কমিশনার
রাজশাহী
ফোন:০৭২১-৭৭২২৩৩
email:divcomrajshahi@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
(উন্নয়ন শাখা)
www.rajshahidiv.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.১৩.০০১.১৯. ৭৫৪

তারিখঃ ১৬ ভাদ্র, ১৪২৭ / ৩১ আগস্ট, ২০২০

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে) প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
২. উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী
৩. মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
৪. মহাব্যবস্থাপক, পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৫. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী ওয়াসা
৭. চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী
৮. প্রধান প্রকৌশলী, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ, রাজশাহী
৯. প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সপুরা, রাজশাহী
১০. বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া
১১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী জোন
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রংপুর জোন
১৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৫. বিভাগীয় প্রকৌশলী (ফোন্স), বিটিসিএল, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৭. পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৮. পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৯. জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
২০. অধিনায়ক, র‍্যাব-৫, রাজশাহী
২১. হাইওয়ে পুলিশ সুপার, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া
২২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
২৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
২৪. জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রাজশাহী/পাবনা/বগুড়া
২৫. প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
২৬. সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী
২৭. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল
২৮. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল
২৯. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী
৩০. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী
৩১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজশাহী জোন, রাজশাহী
৩২. যুগ্মপরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৩৩. যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, রাজশাহী বিভাগ
৩৪. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, নিশিন্দা, উপশহর, বগুড়া
৩৫. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ফারুকী , এস্টেট এন্ড 'ল' অফিসার, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও ,ঢাকা
৩৬. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৩৭. পরিচালক, বিএসটিআই, নওদাপাড়া, বাইপাস সড়ক, সপুরা, রাজশাহী
৩৮. পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
৩৯. বিভাগীয় পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, রাজশাহী

৪০. অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
৪১. পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৪২. উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৩. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
৪৪. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৫. উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৬. উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৭. উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৪৮. যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী
৪৯. আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
৫০. উপকেন্দ্র প্রধান, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রাজশাহী
৫১. প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনিসেফ, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী
৫২. সহকারী কমিশনার (নেজারত ও হিসাব), এ কার্যালয়
৫৩. বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রাজশাহী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫৪. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী এর গোপনীয় সহকারী (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫৫. প্রধান সহকারী/অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সাধারণ শাখা, এ কার্যালয়

৩১/০৮/২০

(তাসনীম জাহান)
সহকারী কমিশনার
ফোন: +৮৮০৭২১-৭৭০৯১৮
email: acdev_divcom@yahoo.com